Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2012 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 241-246
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ - সঙ্কটে গ্রামীণ নারী

রাশেদা আখতার খানম*

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকিপ্রবণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত দুইদশক ধরেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দূর্যোগের কথাটি বিভিন্নভাবে বৈশ্বিক আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রথম সম্মেলন শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে রায়োডিজেনারিওতে, আজ থেকে বিশ বৎসর আগে। ঐ সম্মেলন বিশ্বের প্রায় সকল দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল যা পরবর্তীতে রায়ো ডিক্লারেশন হিসাবে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় বৈশ্বিকভাবে আরও বেশ কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যেগুলোকে কপ (কনফারেন্স অব পার্টিজ) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কপ ৩ কিয়োটা প্রটোকল ১৯৯৭ সালে জাপানে এবং ২০০৯ কপ ১৫ কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অতি সম্প্রতি কপ ১৭ ডারবান, সাউথ আফ্রিকাতে (ডিসেম্বর ৪-১১) অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সকল স্বল্পন্নোত দেশগুলোর জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের প্রধান, বান কি মুনের কথায় বলি - ‘‘অতিরঞ্জন না করেও বলা যায়, আমাদের এই গ্রহের ভবিষ্যৎ,মানুষের জীবন, কয়েকটি দেশের অস্তিত্ব আর বৈশ্বিক অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য আজ প্রকান্ড একটি হুমকির সম্মুখীন”। বায়ুমন্ডলে অত্যধিক কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন ও রাসায়নিক গ্যাস নি:সরন এই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ। এই উষ্ণতার কারণে মেরুঅঞ্চলের হিমবাহ গলে নীচে নেমে আসছে যার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ সহজ কথায় সমুদ্রের পানি বেশী হয়ে উপকূল অঞ্চলগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। যদি এই উষ্ণতার পরিমাণ রোধ করা না যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দ্বীপদেশ ও নীচু উপকূলীয় দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকাই পানির নীচে তলিয়ে যাবে। এই সমস্ত এলাকার অধিবাসীদের অন্য কোথাও সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর অস্তিত্বই একটি মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আল গোরের (প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) কথায় বলা যায়, “সমুদ্র উঠে আসছে”। আলগোর অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ঘুরে এসে জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে পৃথিবীর জন্মলগ্নের শুরু থেকেই জমে আছে বরফের পাহাড়। এর কোন ক্ষয়ক্ষতি ইতিপূর্বে কখনই মানুষের নজরে আসেনি। কিন্তু এখন সেই বরফের পাহাড়েই শুরু হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কট। বিশাল বরফের পাহাড়

* **নির্বাহী সদস্য :** উইমেন ফর উইমেন, প্রাক্তন পরিচালক : মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী, বিসিক
প্রাক্তন পরামর্শক : (ইউ এন ডি পি), প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, জাতীয় মহিলা সংস্থা।

গলে গলে সমুদ্রের দিকে নেমে আসছে। এতেই আশঙ্কা করা হচ্ছে, যদি বরফ গলার হার বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে দ্রুততর হয়, তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হয়ে ডুবে যাবে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল। ডুবে যাবে মালদ্বীপ, ভারতের কলিকাতা ও মুম্বাই, ভিয়েতনামের হোচিমিন শহর। বড় বড় সমুদ্রবন্দরগুলোর ভবিষ্যৎও হবে অনিশ্চিত। পৃথিবীতে খাদ্য ও পানির সংকট দেখা দেবে। সকল উপকূলীয় অঞ্চল এবং নীচু এলাকার কোটিকোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন সাম্প্রতিককালে ঘণঘণ ভূমিকম্প, টর্নেডো, সাইক্লোন সুনামী ইত্যাদি এই জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফল।

উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোই প্রধানতঃ এই বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী। শিল্প কারখানা থেকে রাসায়নিক গ্যাস নির্গমন, শিল্প বর্জ, মিথেন প্রতিনিয়ত বায়ুমন্ডল আর পানিকে দূষিত করছে। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্রমান্বয়ে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বায়ুতে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারেও বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বায়ু দূষনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের রেকর্ড করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় “এনভাইরোনমেন্ট পারফরম্যান্স ইনডেক্স ২০১২”, শীর্ষক একটি সমীক্ষায় এই তথ্য ডেভসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে উপস্থাপন করেছে। জলবায়ু সম্পর্কিত সার্বিক কর্মকান্ড যেমন পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য, পানি দূষণ, পানি সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং তার অবাধ বিচরণ, বনভূমি, কৃষি, মৎস্যচাষ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগরোধ কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দেখান হয়েছে ১১৫ তম। কিন্তু শুধুমাত্র বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দেখান হয়েছে ১৩২টি দেশের মধ্যে ১৩১তম। তবে ঢাকাবাসীদের পক্ষে এটা অনুধাবন করার জন্য কোন আর্ন্তজাতিক সমীক্ষার প্রয়োজন হয় না। কারণ এটা আমরা প্রতিদিনের চলাফেরায় ও শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমেই বুঝতে পারি। আমাদের চোখের সামনে এখন কৃষ্ণচূড়া, শিরিষ আর রেইনট্রির ছায়াঘণ গাছের সারির পরিবর্তে চারদিকে দেখতে পাই কংক্রিটের বনায়ন, উষ্ণবাতাস আর শ্বাসরুদ্ধকারী গাড়ীবহরের জ্যাম। এগুলো থেকেই হচ্ছে কার্বন নি:সরণ। নদী ভরাট করে ভবন তৈরী, বনায়ন ধ্বংস করে ইটের ভাটা স্থাপন, ফসলের জমি নষ্ট করে চিংড়ি মাছের ঘের তৈরী এগুলো সবই আমাদের কৃতকর্ম। কাজেই “দূষণমুক্ত একটি সবুজ পৃথিবী গড়তে চাই” এটি আমাদের জন্য একটি কথার কথা।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের উঠে আসা লোনাপানিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলের ক্ষতি হবে অপূরণীয়। তাই গ্যাস নি:সরণ হ্রাস করণের এই ডারবাণ সম্মেলন ছিল পৃথিবীর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী বছর থেকে শুরু হবে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা হ্রাসকরণের জন্য কার্বন গ্যাস নি:সরণ হ্রাসকরণ আইনগত বাধ্যতা মূলক চুক্তির খসড়া প্রস্তুতকরণ। এই খসড়া চুক্তি ২০১৫ সালের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে এবং আরও পাঁচ বৎসর পর অর্থাৎ ২০২০ সাল থেকে এটি কার্যকর করা হবে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আয়োজিত ডারবানের এই সম্মেলন শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নয়, উন্নত দেশগুলোর জন্যও ছিল একটি সঙ্কটপূর্ণ কাল। শুরু থেকেই দেখা যায় টানাপোড়েন। বিশ্বের শিল্প প্রধান দেশগুলো যেমন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত যারা শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের বায়ুমন্ডলে সর্বাধিক বিষাক্ত কার্বন নি:সরণ করছে, তারাই শুরু থেকে কার্বন নি:সরণ বন্ধকরণ বিষয়ক যে কোন আইনী বাধ্যবাধকতার বিরোধীতা করেছে। তাদের ধারণা মতে, আইন মানতে হলে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণেই এই ডারবান সম্মেলনের স্বার্থকতা বা কার্যকারীতা সম্পর্কে সকলেরই মনে ছিল সন্দেহ। এমনকি কিয়োটো প্রটোকল যাতে গত ২০১০ সালে কানকুনে বৈশ্বিক কার্বন গ্যাস নি:সরণের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটাও মনে হয়েছিল ভেস্তে যাবে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত যে কার্বন নি:সরণকারী সকলদেশ সর্বসম্মতভাবে একটি আইনগত চুক্তির মধ্যে আসতে সম্মত হয়েছে এটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

রাশেদা আখতার খানম : জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ - সঙ্কটে গ্রামীণ নারী ২৪৩

তবে আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের জন্য এটা কি প্রাপ্তি হোল? চুক্তি হলো ২০১১ তে, আর তার কার্যকারীতা শুরু হবে ২০২০ সালে। এই পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সেটারই নিশ্চয়তা কে দেবে?

এই সম্মেলনকে ফলপ্রসু করার জন্য বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রনী। বাংলাদেশ বর্তমানে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি। আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশ যারা এই জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের একক প্রচেষ্টায় উন্নত দেশগুলোকে বাধ্য করে কিছু আদায় করা কোন দিনই সম্ভব হবেনা। এ কারনেই এই ফোরাম। বাংলাদেশ এর সভাপতি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। ডারবান চুক্তির কিছু ফল যদি পাওয়াও যায় তা শুরু হবে এক দশক পর। এখন একমাত্র প্রাপ্তি হতে পারে গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড এবং ন্যাশনাল এডাপটেশন (অভিজোজন) প্লান ফান্ড। প্রতিনিয়ত বন্যা, ঘূণিঝড় আর খরা কবলিত বাংলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য এটাই একটা প্রত্যাশা। প্রকৃতির দেওয়া এই বায়ুমন্ডলকে দূষণ করে যারা তাদের উন্নতির সোপানে গড়ে তুলেছে তাদের বলতে হবে, পৃথিবীটা শুধু তোমাদের নয়, এখানে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে আমাদের সকলকে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন হেতু দুর্যোগ এড়াতে অভিজোযন খাতে মোট প্রয়োজন হবে ৫.৭ বিলিয়ন ডলার। গত ১/৩/২০১২তে বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকায় আয়োজিত একটি আলোচনা সভায়, "The cost of Adapting to Extreme Weather Events in a Climate Change" শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এই ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। রেলপথ, সড়কপথ, বাঁধ, বন্যার পানি নিষ্কাশনের অবকাঠামো তৈরী ইত্যাদিতে ব্যয় হবে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার এবং অবশিষ্ট ২.৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি পূরন করতে। গত ১৩ই মার্চ ২০১২, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম শীর্ষে। "Addressing Climate Change Migration in Asia Pacific" শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় ২৫টি বিশাল শহর যেগুলো সমুদ্র উপকূলে ও নিচু এলাকায় অবস্থিত এদের অধিকাংশ এলাকাই পানির নিচে তলিয়ে যাবে এবং এখান থেকে কোটিকোটি মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে বড় বড় শহরের স্লাম এরিয়ার অধিবাসীদের জন্য এটা হবে একটি বিভিষীকাময় পরিস্থিতি। যেহেতু বাংলাদেশ ঝুঁকিপ্রবন দেশগুলোর তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে সে কারণেই বাংলাদেশের প্রয়োজন, দুর্যোগের পর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য বিশেষ কর্মসূচী। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করণের উদ্দেশ্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। উপকূলবর্তী এলাকায় প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের বসবাস। ঘূর্ণিঝড়, সুনামী, ইত্যাদির প্রথম শিকার হয় তারাই। কাজেই তাদের জন্য প্রয়োজন আবাসন, বাঁধ নির্মাণ, আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। এছাড়াও রয়েছে তাদের জীবিকার ও জীবনধারণের প্রশ্ন। আপৎকালীন ব্যবস্থা ছাড়াও পরবর্তীতে তাদের প্রয়োজন অর্থোপার্জন। এ জন্যই দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি এখন শুধু পরিবেশগত বিষয় না হয়ে, এটিকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। সরকারের পক্ষে এককভাবে এই যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়। এখানে পাবলিক এবং প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন উপকূল এলাকায় উচু বাঁধ নির্মাণ, রেলপথ, সড়কপথ, সেতু ইত্যাদির সংস্কার ও পরিবর্তন। শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে এত অর্থ, বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ একত্র করা সম্ভব নয়। সেজন্যই প্রয়োজন সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে সম্মিলিত প্রকল্প গ্রহণ। প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ খাতে বেসরকারী সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ এবং একই সঙ্গে সুশীল

সমাজের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সরকার, দাতা সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা এদের সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করানো সম্ভব হবে।

দেশের সকল জনগণকেই বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, বৃক্ষকর্তন রোধ করা এবং বনায়ন সৃষ্টি করা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সম্প্রতি ডেইলী স্টারে প্রকাশিত ১টি নিবন্ধ থেকে জানা যায়, সৌদি আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল ছাত্রদের জন্য ১টি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, ''Towards A better Environment'' অর্থাৎ উন্নত পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে। এতে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন - বায়ুদূষণ, পানিদূষণ রোধ করা, প্রকৃতিকে রক্ষা করা ইত্যাদি প্রকল্পে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এ সমস্ত প্রকল্পগুলো আমাদের দেশেও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে করানো যেতে পারে। তাদের স্কুলের পাঠ্যক্রমেও এ সম্পর্কিত লেখা সংযুক্ত করা প্রয়োজন। যাতে করে খুব ছোট থেকেই তারা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখে।

জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ এড়াবার ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে তেমন বিশেষ কোন পদক্ষেপ না নেবার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র একটি ৬ জাতি কোয়ালিশন গঠন করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, মেক্সিকো # সুইডেন, ঘানা এবং বাংলাদেশও রয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্য হবে সমগ্র পৃথিবীতে কার্বন, মিথেন গ্যাস এবং হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নি:সরণ হ্রাস করণের জন্য অত্যন্ত জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণ করণ। এই স্বল্পকালীন বায়ু দূষনই বায়ূমন্ডলে উষ্ণতার সৃষ্টি এবং সকল জীবিত প্রাণীর স্বাস্থ্যহানীর জন্য দায়ী। স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের পক্ষে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এড়াবার বিশেষ প্রচেষ্টার কারণে বাংলাদেশকে এর সদস্য করা হয়েছে।

গত ১৪ই মার্চ ২০১২ ঢাকায় জলবায়ু পরিবর্তন : কপ-১৭ পরবর্তী করণীয় -শীর্ষক ১টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, সাউথ আফ্রিকা, ভারতসহ মোট ১৮টি দেশের ৪০ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ এতে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে এবং নেতৃত্ব প্রদান করে। আশা করা যায় গ্লোবাল ক্লাইমেট নেগোসিয়শনে এই সাংসদরা সফল নেতৃত্ব দেবেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটে গ্রামীণ নারী : গ্রামীণ নারীরা এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের বিশেষ শিকার। প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের দুর্ভোগ হয় অবর্ণনীয়। বিপর্যয় শুরু হলে তারা তাদের সন্তানদের ছেড়ে নিজেরা কোন নিরাপদ স্থানে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারেনা। সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিজেদের নিরাপত্তার ভাবনা তাদের বাদ দিতে হয়। খাবার ব্যাপারেও নিজেরা না খেয়ে সন্তানের খাবার যোগান দেয়। দুর্যোগের পরেও রিলিফ পাবার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে দূরে কোথাও যেতে পারে না। এজন্য তারা অনেক ধরনের সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হয়। দেখা গেছে যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে Single Mother বা একক মা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক অঞ্চলেই খরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদেরই সংসারের সকল কাজ নির্বাহের জন্য পানির যোগান দিতে হয়। খাবার জন্য পানির উৎস শুকিয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবার ফলে নদী, পুকুর, খাল ও বিলের পানি শুকিয়ে যায়। মেয়েদের পানি সংগ্রহের জন্য যেতে হয় অনেক দূর। ইউএনআইএফইএস এর রিপোর্টে দেখা যায় অনেক স্থানেই মেয়েদের পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন ১০ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত যেতে হয়। শারীরিক কষ্ট ছাড়াও এতে ব্যয় হয় প্রায় ৮ ঘণ্টা সময়। মেয়ে শিশুদেরও পানি সংগ্রহ বা সংসারের কাজে লাগাতে হয়, ফলে তারা স্কুলে যাবার সুযোগ পায়না। সাধারণভাবে এটা খুব চোখে পড়ে না। কিন্তু এটা

নিশ্চিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীর ব্যক্তিগত জীবন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদিতে দেখা যায় হতাহতের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। ২০০৪ সালের এশিয়ান সুনামীতে দেখা গেছে মৃতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা।

কাজেই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যে Adaptation fund বা অভিযোজন তহবিল পাবার প্রত্যাশা রয়েছে আমাদের তার একটি বিশেষ অংশ এই গ্রামীন দরিদ্র নারীদের জন্য বরাদ্দ করা অত্যন্ত জরুরী।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যদিও সমগ্র মানবজাতির অধিকার সম্পর্কিত, তথাপি যেহেতু নারীরা এতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই এটি নারী অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ও বটে। অতএব নারী উন্নয়ন আন্দোলনকারী সংগঠন গুলোর এ বিষয়েও সোচ্চার হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির ধারণা সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ মেয়েরাই এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্যোগ প্রবন এলাকাসমূহে সমাজভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত কর্মসূচীতে নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নারী সংগঠন সমূহকে এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের নিকট জোর দাবী জানাতে হবে, যাতে করে গ্রামীণ নারীরা দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরোধক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে কারণ নারীরাই জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগে সার্বিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দুর্যোগপ্রবন এলাকাসমূহে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংককে নারী বান্ধব করতে হবে এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীকে সাংসারিক সাধারণ কর্মপরিসর যেমন, রান্না, শিশু পালন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি যেগুলো সাধারনত: ধীর গতির কাজ এবং অধিকাংশই দৃশ্যমান নয়, সেখানে আবদ্ধ না রেখে উৎপাদনশীল খাত এবং পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শ্রম খাতে তাকে কাজ করতে দিতে হবে। নারীর কাজ শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে নয় গুণগত দিক থেকে দেখতে হবে। এজন্য নারীর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে নারীর প্রতি এই বিনিয়োগকে অধিক ফলদায়ক বলে মনে করা হয় কারণ নারী যা উপার্জন করে, তা প্রায় সম্পূর্নই ব্যয় করে তার সন্তান ও পরিবারের জন্য। অতএব দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যার বেশীর ভাগ মোকাবেলা করতে হয় গ্রামীণ এই দরিদ্র মহিলাদের। এছাড়া বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় মুজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার হন। নারী শ্রমিকদের মুজুরী পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম দেয়া হয়। যদিও এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সংগে সম্পর্কযুক্ত নয়, তথাপি বলা যেতে পারে দুর্যোগপ্রবন এলাকার অভিযোজন তহবিল নিয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে নারী শ্রমিকরা যাতে বৈষম্যের শিকার না হন সেটা লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গবেষকরা মনে করেন নারীরা সাধারণত পরিবেশ বান্ধব। পরিবেশগত পরিবর্তন কর্মসুচীর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা একত্রিত হয়ে একটি প্লান্ড ওয়ে বা পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষরোপন, বনায়ন, ভূমিসংরক্ষণ সবজিচাষ, ফলচাষ, ভেষজ বৃক্ষরোপন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি কর্মে সম্পৃক্ত হবে এবং এই কর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন এবং স্বাবলম্বী হয়ে দারিদ্র বিমোচন করতে পারবেন। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে যে কোন অন্যায় যেমন যৌন হয়রানী, বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন। সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে পারবেন। এতে করে গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের অপরাধ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। পরিবেশ উন্নয়ন বা সবুজ অর্থনীতি, গ্রীন ইকোনমী তখনই পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারবে যখন নারীরা প্রত্যক্ষ ভাবে এতে সম্পৃক্ত হতে পারবেন।

Reference

1. "Sustaibable Development to Green Development". সামিউল হক, সিনিয়র ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, পরিবেশ ও উন্নয়ন (লন্ডন), পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভলপমেন্ট ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
2. "PPP in Combating Climate Change". Shameen Siddiqi, Senior program Director, Asia Foundation.
৩. আল গোর, প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী "জলবায়ু পরিবর্তন- সমুদ্র উঠে আসার গল্প ", দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ।
4. "Pathways to Women's Empowerment". Research Paper Published from BRAC Development Institute.
5. "Record setting air pollution", Editorial published in the Daily Star, February 2012
6. Address in Durban Conference on Climate Change, December 2011. Bun ki Moon, Chief, United Nations.
7. Dr. Qazi Kholiquzzaman, Economist and Chairman PKSF.
8. "UN Conference on Sustainable Development (Rio+ 20) Context, Issues and Challenges for Bangladesh". Dr.Fahmida Khatun, Head of Research , Centre for Policy Dailogue (CPD).
9. Gender Statistics of Bangladesh - 2008, Bangladesh Bureau of Statistics, Labour Force Survey- 2002 -2003, 2005 - 2006
10. "বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার ও টেকসই উন্নয়ন", প্রফেসর হান্নানা বেগম।